গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
বাজেট শাখা

অর্থনৈতিক উন্নয়নে জ্বালানির গুরুত্বপূর্ণ অবদান বিবেচনায় নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি সরবরাহে সরকার বদ্ধপরিকর। প্রাকৃতিক গ্যাস জ্বালানির অন্যতম উৎস হলেও স্থানীয় প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রাপ্যতা ক্রম হ্রাসমান। উন্নয়নের ধারা বহাল রাখা এবং কাঙ্খিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সাশ্রয়ী মূল্যে প্রাকৃতিক গ্যাসের সরবরাহ অব্যাহত রাখা প্রয়োজন। এ কারণে ২০১৮ সাল থেকে তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) আমদানিপূর্বক স্থানীয় চাহিদা পূরণ এবং শিল্প খাতের ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি, বিদ্যুৎ উৎপাদন অব্যাহত রাখা, সার উৎপাদনে প্রয়োজনীয় পরিমাণ প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহসহ অন্যান্য শ্রেণিতে সাশ্রয়ী মূল্যে প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে। উচ্চ মূল্যে এলএনজি আমদানি এবং স্থানীয় গ্যাসের উৎপাদন খরচের সাথে মিশ্রণের পরও বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন কর্তৃক ভোক্তা পর্যায়ে নির্ধারিত মূল্য এবং মিশ্রণ মূল্যের মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য ব্যবধান দীর্ঘ মেয়াদে অব্যাহত রয়েছে। উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক বাজারে এলএনজি মূল্য অত্যন্ত সংবেদনশীল। প্রকৃত আমদানিমূলে গ্রাহক পর্যায়ে মূল্য নির্ধারণ করা হলে সাশ্রয়ী মূল্যে পণ্য প্রাপ্তিতে বিঘ্ন সৃষ্টি হতে পারে। গ্রাহক পর্যায়ের সাশ্রয়ীমূল্যে নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করতে এলএনজি আমদানিতে ভর্তুকি প্রদান অত্যাবশ্যক। যেহেতু, এলএনজি আমদানির ক্ষেত্রে ভর্তুকি সংক্রান্ত কোন নীতিমালা নেই; সেহেতু, একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা প্রয়োজন। জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, শিল্পায়ন অব্যাহত, বিদ্যুৎ উৎপাদন, সারসহ অন্যান্য শ্রেণিতে সাশ্রয়ীমূল্যে গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিতকরণে এলএনজি আমদানি খাতে ভর্তুকি প্রদানে এ নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো।

১। শিরোনাম

এ নীতিমালা "এলএনজি আমদানি খাতে ভর্তুকি নীতিমালা-২০২২" নামে অভিহিত হবে।

২। নীতিমালা কার্যকর

গেজেট আকারে প্রকাশ বা সরকারের সিদ্ধান্ত অনুসারে এ নীতিমালা কার্যকর হবে।

৩। শব্দ ব্যাখ্যা/সংজ্ঞা

বিষয় কিংবা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকলে এ নীতিমালায়-

(১) "পেট্রোবাংলা" অর্থ বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন।

(২) "এলএনজি" অর্থ পেট্রোবাংলার স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী আমদানিকৃত "তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস"।

(৩) "জ্বালানি" অর্থ পেট্রোবাংলার স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী আইওসি হতে ক্রয়কৃত, দেশীয় প্রাকৃতিক গ্যাস ও আমদানিকৃত তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস।

(৪) "রি-গ্যাসিফাইড এলএনজি" অর্থ এলএনজি হতে পুনরায় পেট্রোবাংলার স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস।

(৫) "রি-গ্যাসিফিকেশন ব্যয়" অর্থ প্রসেস প্ল্যান্টের মাধ্যমে এলএনজিকে প্রাকৃতিক গ্যাসে রূপান্তর করার ব্যয়।

(৬) "প্রাকৃতিক গ্যাস ভোক্তা পর্যায়ে মূল্যহার বণ্টন বিবরণী" অর্থ বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনের আদেশে সন্নিবেশিত মূল্যহার বন্টন বিবরণী।

(৭) "আইওসি" অর্থ International Oil Company যার সাথে পেট্রোবাংলার PSC (Production Sharing Contract) স্বাক্ষরিত রয়েছে।

(৮) "গ্যাস উন্নয়ন তহবিল" অর্থ গ্যাস উন্নয়ন তহবিল নীতিমালা, ২০১২ (সংশোধিত ২০২২) অনুযায়ী পরিচালিত তহবিল।

(৯) "জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল" অর্থ জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল নীতিমালা, ২০১৮ অনুযায়ী পরিচালিত তহবিল।

(১০) "Floating Storage & Regasification Unit (FSRU)" অর্থ জলভাগে স্থাপিত প্লান্ট যার মাধ্যমে এলএনজিকে গ্যাসে রূপান্তর করা হয়।

(১১) "LNG Sale and Purchase Agreement" অর্থ পেট্রোবাংলা কর্তৃক স্বাক্ষরিত দীর্ঘমেয়াদী এলএনজি আমদানিতে ক্রয়/বিক্রয় চুক্তি।

(১২) "Master Sale and Purchase Agreement" অর্থ স্পট মার্কেট হতে এলএনজি আমদানির জন্য পেট্রোবাংলা কর্তৃক স্বাক্ষরিত চুক্তি।

(১৩) ''আরপিজিসিএল'' অর্থ রূপান্তরিত পাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড।

(১৪) 'এলএনজি চার্জ' অর্থ BERC কর্তৃক প্রাকৃতিক গ্যাস মূল্যহার বন্টন সংক্রান্ত বিদ্যমান আদেশ অনুযায়ী এলএনজি সংক্রান্ত চার্জ।

৪। ভর্তুকির প্রয়োজনীয়তা/যৌক্তিকতা

(১) পেট্রোবাংলার অধীন কোম্পানীসমূহ এবং আইওসি কর্তৃক উৎপাদিত দেশজ প্রাকৃতিক গ্যাসের মাধ্যমে ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ না হওয়ায় এর সাথে আমদানিকৃত এলএনজি মিশ্রণ করে বিতরণ কোম্পানিসমূহের মাধ্যমে ভোক্তা পর্যায়ে গ্যাস সরবরাহ করা হয়। উচ্চ মূল্যে এলএনজি আমদানির ফলে মিশ্রিত গ্যাসের সরবরাহ ব্যয় বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন কর্তৃক ভোক্তা পর্যায়ে গ্যাসের নির্ধারিত মূল্যহার অপেক্ষা অনেক বেশী।

(২) জনস্বার্থে সরকার খাত বিশেষে উৎপাদন প্রনোদনা হিসেবে সাশ্রয়ি মুল্যে গ্যাস সরবরাহ করছে।

(৩) এ কারণে অর্থের ঘাটতি নিরসনের জন্য সরকারের অনুদান/ভর্তুকি প্রয়োজন।

(৪) এর ফলে দেশের শিল্প কারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে দ্রব্যমূল্য সহনীয় পর্যায়ে রেখে রপ্তানি বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে যা দেশের অথনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে উন্নত দেশ বিনির্মাণে গুরত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখবে।

৫। প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ

(১) অর্থ বছরের শুরুতে পেট্রোবাংলা ভর্তুকির সম্ভাব্য এলএনজি আমদানির পরিমাণ ও এতে ভতুর্কির পরিমাণ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগকে অবহিত করবে এবং প্রতি ৩ মাস অন্তর প্রয়োজনীয় ভর্তুকির জন্য পেট্রোবাংলা প্রস্তাব প্রেরণ করবে;

(২) জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ প্রস্তাব পাওয়ার পর মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক যাচাই বাছাই পূর্বক সুপারিশের ভিত্তিতে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে আর্থিক ভর্তুকির প্রস্তাব অর্থ বিভাগে প্রেরণ করবে।

৬। **প্রস্তাব মুল্যায়ন কমিটি**

(ক) ভর্তুকি নীতিমালার আওতায় এলএনজি আমদানি খাতে নিম্নবর্ণিত কমিটি ভর্তুকির প্রস্তাব পরীক্ষা-নিরীক্ষা পূর্বক তা চূড়ান্ত করবে :

(১) অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	:	আহবায়ক
(২) অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পর্যায়ের),	:	সদস্য
(৩) বিদ্যুৎ বিভাগের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পর্যায়ের)	:	সদস্য
(৪) শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পর্যায়ের)	:	সদস্য
(৫) পরিচালক (অর্থ), পেট্রোবাংলা	:	সদস্য
(৬) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, আরপিজিসিএল	:	সদস্য
(৭) উপসচিব (বাজেট), জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	:	সদস্য-সচিব

(খ) কমিটি ভর্তুকির জন্য প্রাপ্ত প্রস্তাব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এলএনজি আমদানির পরিমাণ ও সম্ভাব্য ভর্তুকির পরিমান নির্ধারণপূর্বক অর্থ বরাদ্দের সুপারিশ চূড়ান্ত করবে।

৭। **কাঠামো এবং অন্তর্ভুক্ত বিষয়াবলী**

এলএনজি আমদানি খাতে ভর্তুকি প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি বিবেচনা করা হবে;

(ক) বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন কর্তৃক জারীকৃত আদেশ অনুযায়ী ভোক্তা পর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্য ও মূল্যহার বন্টন বিবরণী বিবেচনায় নিয়ে ভর্তুকির পরিমাণ নির্ধারণ ;

(খ) প্রাকৃতিক গ্যাস বিদ্যুৎ, ক্যাপটিভ পাওয়ার, শিল্প, সার, বাণিজ্যিক, সিএনজি, চা-বাগান ও গৃহস্থালি খাতে বিভিন্ন মূল্যে সরবরাহ করায় ভর্তুকির পরিমাণ নির্ধারণে সমসাময়িক বিক্রয় মিশ্রণ এবং নিট রাজস্ব প্রাপ্তি ;

(গ) অগ্রিম আয়কর, মূল্য সংযোজন কর এবং আমদানি শুল্কের বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বিদ্যমান বিধি-বিধান ;

(ঘ) দেশীয় গ্যাস উৎপাদন কোম্পানি কর্তৃক উৎপাদিত গ্যাসের পরিমাণ, আইওসি হতে ক্রয়কৃত গ্যাসের মূল্য ও পরিমাণ এবং এলএনজি আমদানির মূল্য ও পরিমাণের পরিবর্তন;

(ঙ) এলএনজি আমদানি ব্যয়, আইওসি উৎপাদিত গ্যাসের ব্যয়, মোট ব্যয়/ কাঙ্খিত রাজস্ব চাহিদা ও প্রাপ্ত রাজস্ব চাহিদা; ইত্যাদি

৮। **ভর্তুকির পরিমাণ নির্ধারণের সূত্র**

এলএনজি আমদানি খাতে ভর্তুকি নির্ণয়ের সূত্রঃ

ভর্তুকি = (এলএনজি আমদানি প্রাক্কলিত ব্যয় + মূসক + উৎসে কর + এলএনজির রিগ্যাসিফিকেশন ব্যয় + ফাইন্যান্সিং কস্ট+ আরপিজিসিএল এর অপারেশনাল ব্যয়)- উৎসে কর কর্তনের পর প্রাপ্ত এলএনজি চার্জ (বিস্তারিত সংলাগ -১)

৯। **বরাদ্দ কোড**

প্রতি অর্থবছরে সুনির্দিষ্ট হেড বা অর্থনৈতিক কোডে বাজেটের মধ্যে এলএনজি আমদানি খাতে ভর্তুকির পরিমাণ পৃথক ভাবে দেখাতে হবে।

১০। **ভর্তুকি গ্রহণের অধিকাল**

বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহকের নিকট বিক্রিত গ্যাসের মুল্যের চেয়ে আমদানিকৃত এলএনজিসহ স্থানীয় উৎস থেকে মিশ্রিত গ্যাসের ব্যয় অধিক থাকা পর্যন্ত বা সরকারের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ভর্তুকি প্রদান বহাল থাকবে।

১১। **নীতিমালা সংশোধন**

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ প্রয়োজনে নির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করে এ নীতিমালা সংশোধন করতে পারবে।

১২। এ নীতিমালার কোন অস্পষ্টতা থাকলে এবং কোন অনুচ্ছেদ বা বিষয়ের ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের ব্যাখ্যাই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

এলএনজি আমদানি খাতে ভর্তুকি নির্ণয়ের সূত্রটির গাণিতিক রূপ:

$$SUBSIDYlng = \{(Q_{lng} \times P_{lng}) + VAT + AIT + RC + FC + OC\} - [\{(Q_p \times P_{p)}) + (Q_{cp} \times P_{cp)}) + (Q_f \times P_{f)}) + (Q_i \times P_{i)}) + (Q_t \times P_{t)}) + (Q_h \times P_{h)}) + (Q_s \times P_{s)}) + (Q_c \times P_{c)}) + (Q_d \times P_{d)})\} - TDS]$$

উপরোক্ত সূত্রে

- Q_{lng} হচ্ছে আমদানিকৃত এলএনজির পরিমাণ ঘন মিটারে,
- P_{lng} হচ্ছে আমদানিকৃত এলএনজির গড় মূল্য টাকা/ঘন মিটারে,
- VAT হচ্ছে আমদানি মূল্যের ওপর ভ্যাট,
- AIT হচ্ছে আমদানিকৃত এলএনজির ওপর প্রযোজ্য অগ্রিম কর,
- RC হচ্ছে মোট রিগ্যাসিফিকেশন ব্যয়,
- FC হচ্ছে ফাইন্যান্সিং কস্ট,
- OC হচ্ছে আরপিজিসিএল এর এলএনজি অপারেশনাল/ম্যানেজমেন্ট চার্জ,
- Q_p হচ্ছে বিদ্যুৎ শ্রেণিতে বিক্রয়ের পরিমাণ,
- P_p হচ্ছে বিদ্যুৎ শ্রেণিতে প্রাপ্ত এলএনজি চার্জ,
- Q_{cp} হচ্ছে ক্যাপটিভ শ্রেণিতে বিক্রয়ের পরিমাণ,
- P_{cp} হচ্ছে ক্যাপটিভ শ্রেণিতে প্রাপ্ত এলএনজি চার্জ,
- Q_f হচ্ছে সার শ্রেণিতে বিক্রয়ের পরিমাণ,
- P_f হচ্ছে সার শ্রেণিতে প্রাপ্ত এলএনজি চার্জ,
- Q_i হচ্ছে শিল্প শ্রেণিতে বিক্রয়ের পরিমাণ,
- P_i হচ্ছে শিল্প শ্রেণিতে প্রাপ্ত এলএনজি চার্জ,
- Q_t হচ্ছে চা শ্রেণিতে বিক্রয়ের পরিমাণ,
- P_t হচ্ছে চা শ্রেণিতে প্রাপ্ত এলএনজি চার্জ,
- Q_h হচ্ছে হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট শ্রেণিতে বিক্রয়ের পরিমাণ,
- P_h হচ্ছে হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট শ্রেণিতে প্রাপ্ত এলএনজি চার্জ,
- Q_s হচ্ছে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প শ্রেণিতে বিক্রয়ের পরিমাণ,
- P_s হচ্ছে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প শ্রেণিতে প্রাপ্ত এলএনজি চার্জ,
- Q_c হচ্ছে সিএনজি শ্রেণিতে বিক্রয়ের পরিমাণ,
- P_c হচ্ছে সিএনজি শ্রেণিতে প্রাপ্ত এলএনজি চার্জ,
- Q_d হচ্ছে গৃহস্থালী শ্রেণিতে বিক্রয়ের পরিমাণ,
- P_d হচ্ছে গৃহস্থালী শ্রেণিতে প্রাপ্ত এলএনজি চার্জ এবং
- TDS হচ্ছে Tax Deduction at Source.